দৈনিক জনকণ্ঠ

৬ | তারিখ ... 28 JUL 1995 ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

মেধা পাচার ॥ অপচয়ের শেষ কোথায়?

জাতীয় বাজেট অনুসারে শিক্ষাখাতে ব্যয় হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অর্থ। চলতি সালের (১৯৯৫-৯৬) বাজেটে এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ তিন হাজার সাত শ' ৫৪ কোটি

মাসুদুজ্জামান

টাকা। গত কয়েক বছর ধরেই শিক্ষাখাতে ব্যয় হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অর্থ। তথ্যটিতে নতুনত্ব কিছু নেই। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হলে এই ব্যয় খুবই স্বাভাবিক। প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য শিক্ষাখাতে তাই সরকারকে ব্যয় করতে হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। সম্প্রতি প্রযুক্তিগত দিক থেকে এগিয়ে যাওয়া বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ আমরা সৃষ্টি করছি, না তথাকথিত খণ্ডিত ধর্মীয় শিক্ষার নামে সমাজকে পিছিয়ে দিচ্ছি, তাই নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এই বিতর্কে না গিয়ে তথ্যগত দিক থেকে বলা যায়, শিক্ষাখাতেই বাংলাদেশ ব্যয় করছে সবচেয়ে বেশি অর্থ। এক একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রচুর টাকা। এই টাকার উৎস নিঃসন্দেহে জনগণ। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় শিক্ষিত হচ্ছে দেশের সর্বস্তরের— সবশ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা থাকে দেশের সেবায় লাগবে এইসব শিক্ষার্থী। দেশসেবায় তারা নিয়োজিত করবে নিজেদের। কিন্তু বাস্তবে কি সত্যি সত্যিই দেশের টাকায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে তারা ? দেশসেবায় নিযুক্ত হচ্ছে? রাষ্ট্রীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। ফলে ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট অর্জনের পর দেশসেবায় লাগতে পারছে না। অনেকে তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই পাল্টা প্রশ্ন তোলেন—কি দিচ্ছে দেশ?

উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক মনস্তত্ত্ব হচ্ছে, যেহেতু দেশ মেধা লালন করতে পারছে না, তাই দেশ ছাড়ো। চলো সোনার হরিণের খোঁজে, দূর দেশে। প্রশ্ন হলো, দেশে যাঁদের ঠাঁই হয় না, তাঁরা না হয় বিদেশে যাবার একটা যুক্তি খাড়া করতে পারে, কিন্তু যাঁদের ঠাঁই হয় তাঁরা কেন বিদেশে যাবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন সব সময়? বিদেশে গিয়ে আর কেন ফেরে না?

সুযোগ সন্ধানী এই শ্রেণী হয় ছাত্র হয়ে, কিংবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ছাড়ছেন। কিছুদিন আগে জনকণ্ঠে একটা খবর বেরিয়েছিল, যা মনে পড়লে আঁতকে উঠতে হয়— দেশের লক্ষাধিক ছেলেমেয়ে বিদেশে পড়ছে। তাদের পিছনে ব্যয়ের পরিমাণও বিপুল—চার শ' কোটি টাকা। দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সেশনজট, নিম্নমানের শিক্ষাদান এবং ভর্তি হতে না পারার কারণেই এই সব শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে চলে গেছে। ভারতে পড়ছে বাইরে যাওয়া প্রায় ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী, দশ ভাগ ইউরোপ-আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৯৩-৯৪ সালে সে দেশে ভর্তি হওয়া বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ২শ' ৩৬ জন। গড়ে একেকজন শিক্ষার্থীর জন্য যদি ব্যয় হয় বার্ষিক ১৫ লাখ টাকা, তাহলে মোট বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ৪শ' ৮৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এই টাকার কিছু অংশ বিদেশে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজনরা হয়ত বহন করছে। কিংবা শিক্ষার্থী নিজেই খণ্ডকালীন কাজ জুটিয়ে নিয়ে কিংবা আংশিক বৃত্তি পেয়ে নির্বাহ করছে। কিন্তু এর সিংহভাগ যে বাংলাদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় আমেরিকা চলে যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর অভিভাবকরাই বহন করছেন এই ব্যয়। কি করে করছেন? বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায় যারা পড়তে যায়, তারা উচ্চবিত্তের সন্তান। কিন্তু বেশ কিছু আমলা-রাজনীতিবিদের সন্তানরাও তো পড়ছে সেখানে। এই আমলা-রাজনীতিবিদদের অনেকেই আর্থিকভাবে আবার সচ্ছল নয়। তাঁরা কি করে তাঁদের সন্তানদের বিদেশে পড়াচ্ছেন?

এতো গেল ছাত্র হয়ে যারা দেশ ছাড়ছে তাদের কথা। এদের অধিকাংশই যে দেশে ফিরে আসে না— কোন পরিসংখ্যান নয়, চোখ-কান খোলা রাখলেই তা বোঝা যাবে। মুদ্রার অন্য পিঠটা এবার দেখা যাক। বাংলাদেশে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাঁরা দেশ ছাড়ছেন, তাঁদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। সংখ্যা অবশ্য যাই হোক, গুণগত দিক থেকে তাঁরা যে সত্যি সত্যি মেধাবী, কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার প্রমাণ তাঁরা দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় যে প্রতিষ্ঠান তাঁকে বিদেশে যাবার সুযোগ করে দিল, সেই প্রতিষ্ঠানকেই তিনি চিরকালের মতো ত্যাগ করে চলে যান। দেশ বঞ্চিত হয় তাঁর সেবা থেকে। তাঁর শূন্যস্থান হয়ত পূরণও হয় এক সময়। কিন্তু সব শূন্যস্থান কি সত্যি সত্যি গুণগত বিচারে পূরণ করা যায়? যায় না। এক দশক আগের তুলনায় তাই এখন অভিজ্ঞদের বলতে শোনা যায়, প্রশাসনে আজকাল মেধাবীদের খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই আগের মতো মেধাবী শিক্ষক। কেন নেই? উত্তরে বলতে পারি, মেধাবীরা সুযোগ পাওয়া মাত্রই দেশ ছাড়ছেন। মেধাবী শিক্ষকের অভাবে তৈরি হচ্ছে না পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য থেকে মেধাবী শিক্ষক, প্রশাসক, সাংবাদিক ইত্যাদি।

দেশ কিভাবে মেধাশূন্য হচ্ছে—একটি পরিসংখ্যান দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। কিছু দিন আগে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১ জন শিক্ষক উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে গিয়ে দেশে না ফেরার কারণে তাঁদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। লক্ষণীয়, এরা প্রত্যেকেই ছিলেন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রীয়ভাবে সুযোগ পেয়েছিলেন বৃত্তি নিয়ে বিদেশে যাবার। বিদেশে তাঁরা গেলেন ঠিকই, উচ্চশিক্ষাও হয়ত নিয়েছেন সবাই, কিন্তু দেশে ফিরলেন না। যে প্রতিষ্ঠান ও দেশ তাঁকে সুযোগ করে দিল, সেই প্রতিষ্ঠানও দেশকে বঞ্চিত করলেন দেশসেবা থেকে। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মেধাবী এই শিক্ষকরা কেন বিদেশে থেকে গেলেন, তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না আমাদের। স্রেফ ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থের কারণে তাঁরা থেকে গেলেন বিদেশে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য নানা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠিত মেধাবীরা বিদেশে চলে যাচ্ছেন। কোন সন্দেহ নেই, তাঁদের শূন্যস্থান পূরণ হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠিত মেধাবীরা চলে যাবার ফলে দেশ হয়ত তাঁদের সূত্রে ছিটেফোঁটা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে, কিন্তু ছাত্র হিসাবে যারা যাচ্ছে তাদের জন্য দেশ থেকে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। সব মিলিয়ে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে দিন দিন। প্রথমত নগদ অর্থে, দ্বিতীয়ত সেবার দিক থেকে। সেবার একটা আর্থিক দিকও আছে। মেধা পাচারের ফলে এই যে বিপুল অপচয়— তার দায় আর কত, কি পরিমাণে বইতে হবে বাংলাদেশকে?

দূতাবাসে ভিসার জন্য ছাত্রদের দীর্ঘ লাইন

ছবি ঃ মোহাম্মদ আলম